Fax No. :880-2-9551072
Phones : 9556151-55
9555042
9552039
9552027

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ

BANGLADESH INLAND WATER TRANSPORT AUTHORITY

বিআইডব্লিউটিএ ভবন
১৪১-১৪৩, মতঝিলি বাণজ্যিকি এলাকা
পোস্ট বক্স ৭৬, ঢাকা-১০০০
বাংলাদশে

BIWTA BHABAN
141-143, MOTIJHEEL C/A,
POST BOX 76,
DHAKA-1000, BANGLADESH

পত্রিকায় এবং টেলিভিশন চ্যানেলে বহুল প্রচারের অনুরোধ সহ

বিষয়ঃ- ঢাকার চারদিকে নদীর তীর ভূমিতে সামাজিক বনায়ন প্রসংগে।

অদ্য দুপুর ১২.০০ ঘটিকা বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) ভবনে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ আবদুস সামাদ এর সভাপতিত্বে ঢাকার চারদিকে নদীর তীরভূমিতে সামাজিক বনায়নে আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সহিত এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিবেশ ও প্রকৃতি প্রেমী ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠানসমূহ সমন্বয়ে এলাকা ভিত্তিক কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবী খন্ড খন্ড গ্রুপ গঠন করে তীরভূমিতে বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যার মাধ্যমে ঢাকা শহরের চারপাশের নদীপাড়ে সবুজ বেষ্ঠনী গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার।

উক্ত সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব অনল চন্দ্র দাস, যুগ্ম-সচিব মনোজ কান্তি বড়াল, বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যান জনাব গোলাম সাদেক, সদস্য অর্থ জনাব নুরুল আলম এবং সদস্য পরিকল্পনা ও পরিচালন জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন, সাংবাদিকবৃন্দ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ ।

[

সভায় ঢাকার চারদিকে সম্প্রতি উদ্ধারকৃত তীরভূমিতে উন্নয়নের পাশাপাশি সবুজায়ন করার লক্ষ্যে সামাজিক বনায়নের কর্মসূচী গ্রহন করার বিষয়ে সভাপতি বিস্তারিত র্বণনা প্রদান করেন। তিনি সকল আগ্রহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এই মহতী উদ্যেগে এগিয়ে আসায় ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আমরা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করছি । এটা একটা পার্টনারশীপ । এটা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের কোন বিষয় নয় । এটা সরকারেরই প্রতিশ্রুতি এবং সারা দেশের ১৬ কোটি মানুষের মনের আকাঙ্খা ।

জনাব আবদুস সামাদ বলেন, ১৯৭৬ এর পূর্বে তিনি দেখেছেন, বুড়িগঙ্গা পাড়ের মানুষ এই নদীর পানি পান করছে । তিনি বলেন, এই পানিকে নদীর ময়লা পরিষ্কার করে পুনরায় খাবার উপযোগী করা হবে । নদীর ময়লা পরিষ্কার করার জন্য ০১ টি গ্রেব ড্রেজার সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে । এটি সংগ্রহ করতে প্রায় ১৮ মাস লাগবে । তাছাড়া গ্রেব ড্রেজার ভাড়ায় পাওয়া গেলে এখন কাজ শুরু করার বিষয়টি ও দেখা হচ্ছে ।

তিনি বলেন, সিঙ্গাপুর, হংকং, ইউরোপ, আমেরিকার সহ বিশ্বের বহু দেশ ভ্রমন করেছেন । কিন্তু, কোথাও এক টুকরা কাগজ কাউকে ফেলতে দেখেন নি । সিঙ্গাপুর সিটি দেখলে মনে হবে যেন ফুলের বাগানের ভিতর একটি দেশ । তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, ঢাকা শহরে যে যেভাবে পারছে, দূষিত করছে। তিনি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের

পর কোদাল নিয়ে কোমড়ে গামছা পেচিয়ে নদীর পাড় এবং গাছের গোড়া পরিষ্কারে নামবেন বলে মনোবাসনা ব্যক্ত করেন ।

জনাব আবদুস সামাদ বলেন, ইতোমধ্যে রাজধানী ঢাকার চারিপাশের ০৫ টি নদীর পাড়ের অবৈধ দখল অপসারন কাজ চলমান রয়েছে । পরযায়ক্রমে সারা দেশব্যাপী নদীর তীরভূমি কে সম্পূর্ণভাবে অবৈধ দখলের কবল মুক্ত করা হবে । এক ইঞ্চি পরিমান জায়গাও অবৈধ দখলে থাকবে না । সরকার ইতিবাচক আছেন । মিডিয়ার ভাই-বোনেরা সহ, দেশে, বিদেশে সকল স্থানে দেশের মানুষের সমর্থন রয়েছে । এজন্য তিনি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন ।

তিনি জানান, ঢাকার চারিপাশের নদীর তীরভূমিতে উন্নয়ন কাজের নামে অতিরিক্ত অবকাঠামে নির্মাণ করা হবে না । বরং যতটুকু না হলে নয়, ঠিক ততটুকুন করা হবে । নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে, পার্কিং, বাই-সাইকেল ওয়ে, কিছু কিছু স্থানে এমপি থিয়েটার, দৃষ্টি নন্দন পার্ক এবং পুরু ঢাকা ব্যাপী নদীর পাড়ে সবুজ বনায়ন করা হবে । তিনি বলেন, নদীর পাড়ে বিআইডব্লিউটিএ গাছ লাগাবে । তিনি বলেন, ফুল, ফল, ঔষধী গুন সম্পন্ন গাছ লাগানো হবে । যেমনঃ নিম, পাকুড়, কৃষ্ণচূড়া, নারিকেল, সুপারি, তাল, খেজুর সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৃক্ষ । এসব গাছ রক্ষা করবে রক্ষা করবে নদী প্রেমী, সচেতন এবং নদী পাড়ের মানুষজন ।

তিনি অংশগ্রহনকারীগণের পক্ষ থেকে বক্তব্য আহবান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রায় ১০০ জন আগ্রহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ঢাকা শহরের চারদিকে সবুজ বনায়ন ও সামাজিক আন্দোলনে নিজেদের সম্পৃক্ত করে দেশ ও জাতির জন্য নিজেদের সেচ্ছা শ্রমের অঙ্গীকার করেন। তারা সকলেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরেন । যেমনঃ একজন মানুষ ও যেন জীবনে একটি গাছ লাগিয়ে মৃত্যু বরন না করে; স্কুলে ভর্তি হলে বাধ্যতামূল ০১ টি গাছ লাগাতে হবে এবং পরিচরযা করতে হবে; বাড়ির চারকোনায় বাধ্যতামূলকভাবে চারটি গাছ লাগাতে হবে; পলিথিন চিরতরে নিষিদ্ধ করতে হবে; শিল্প কারখানার মালিকদের বাধ্যতামূলকভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা রাখতে হবে; বেশি গাছ লাগাবে এমন নাগরিকদের সম্মানসূচক কার্ড করে দিতে হবে অথবা পুরস্কার প্রদান করতে হবে; প্রতি সপ্তাহে নদীর পাড়ে গম্ভীরা ও অন্যান্য সঙ্গীত, নাটকর আয়োজন করতে হবে; বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে নদীতীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানে আহবান জানাতে হবে; প্রত্যেক আগ্রহী ব্যক্তি অথবা সংগঠনকে সুনির্দিষ্ট করে নদীতীর চিহ্নিত করে গাছ লাগানো, পরিচরযা ও দেখবাল করার দায়িত্ব দিতে হবে; নদীতীর সংলগ্ন প্রশাসন এবং থানার সাথে এসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের একটি সংযোগ করে দিতে হবে; নদীর তীরে গাছ লাগানো, পরিচরযা ও দেখবাল করার জন্য যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আবেদন করবে তাদের একটি কমন প্লাটফর্ম সৃষ্টি করতে হবে; সারাদেশ ব্যাপী নদীতীরে বনায়ন কাজ শুরু করতে হবে; নদীর পাড়ে ডিজিটাল ডিসপ্লে স্থাপন করে নদীর ইতিহাস, বাঙলার সাংস্কৃতি, ঐতিহ্য ইত্যাদি প্রচার করতে হবে; নদীর পাড়ে রয়েল বেঙল টাইগার, হরিণ, হাতি ইত্যাদি প্রাণীর প্রতিকৃতি স্থাপন করতে হবে;

সভায় প্রত্যেক আগ্রহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে নিজ নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বরসহ কে, কোন এলাকায় বৃক্ষ রোপনে আগ্রহী তার লিখিত বিবরণ জমা প্রদানের আহবান জানান। সচিব মহোদয় বলেন, ঢাকার চারদিকে নদীর তীরভূমিতে উচ্ছেদ পরবর্তী উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালন জনাব মোঃ নুরূল আলম একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে নদীর তীরে গাছ লাগানো, পরিচরযা ও দেখবাল করার জন্য যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আবেদন করেছেন তাদেরকে খুব দ্রুত দায়িত্ব বিভাজন করে দিবেন ।

(মোবারক হোসেন মজুমদার)
জনসংযোগ কর্মকর্তা
সেল নং- ০১৭১৫০৭০১৭৮
probiwta@gmail.com